প্রথম আলো

তারিখ ... 31 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪

প্রশ্ন ফাঁসে প্রশ্নবিদ্ধ ভালো ফল

ফলাফল বিশ্লেষণ

মোশতাক আহমেদ ●

দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে শিশুরা ক্রমাগত ভালো ফল করছে। চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও ভালো ফল করেছে খুদে পরীক্ষার্থীরা। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এই ভালো ফল।

গত পাঁচ বছরের বিষয়ভিত্তিক ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কঠিন বিষয় হিসেবে স্বীকৃত ইংরেজি ও গণিতে প্রতিবছর ফল ভালো হচ্ছে। সার্বিক ফলে এর প্রভাব পড়ছে। তবে অন্য বিষয়গুলোতেও দিনে দিনে উন্নতি করছে শিক্ষার্থীরা।

তা ছাড়া শতভাগ পাস করা বিদ্যালয় যেমন বাড়ছে, তেমনি শূন্য ভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমছে। কমছে অনুপস্থিতি, বাড়ছে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও।

২০০৯ সালে শুরু হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। প্রথম বছর গণিতে পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৮০ শতাংশ। এবার তা ৯৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। পাঁচ বছরে প্রায় ৯ ভাগ বেড়েছে গণিতে পাসের হার।

২০০৯ সালের পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাসের হার ছিল ৯৪ দশমিক ২০ শতাংশে। এবার বেড়ে হয়েছে ৯৯ দশমিক ১০ শতাংশে।

অন্যদিকে পাঁচ বছর আগে মোট পাসের হার ছিল ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। ওই হার বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশে।

ভালো ফল করার পেছনে পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও অভিভাবকদের যত্নবান হওয়ার বিষয়টি বড় ভূমিকা রাখছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রমাণ হয়, চার জেলায় ইংরেজিতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষা হওয়া প্রশ্নের ৮০ ভাগ মিলে যায়। আর বাংলার ফাঁস হয় ৫০ শতাংশ। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ওই ঘটনা সমাপনী পরীক্ষার এত ভালো ফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে রাখবে।

যদিও গতকাল সোমবার ফল প্রকাশের সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আংশিক প্রশ্নপত্র ফাঁস সার্বিক ফলে প্রভাব ফেলছে, এটা মনে হয় না।

বরাবরের মতো মানের প্রশ্নটিও সামনে এসেছে। এ বিষয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মান কমছে—এটা কোনোভাবেই ঠিক নয়, বরং তা বাড়ছে।

মতিঝিল আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাকসুদা বেগম বলেন, সমাপনী পরীক্ষা শুরুর পর সন্তানদের প্রতি শিক্ষক ও অভিভাবকদের যত্ন বেড়েছে। শিক্ষার্থীরাও আগের চেয়ে বেশি পড়াশোনা করছে।

শীর্ষ প্রতিষ্ঠান বাছাই নিয়ে প্রশ্ন: পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, জিপিএ-৫, পাসের হার বিবেচনা করে সেরা ২০টি বিদ্যালয়ের তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্থান করা মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়সহ প্রথম ছয়টি প্রতিষ্ঠানই ঢাকায় অবস্থিত। [illegible] বাকিগুলোর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও খুলনা সদরে অবস্থিত।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেরা ২০-এর মধ্যে চতুর্থ স্থানে আছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং অষ্টম স্থানেও আছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল পঞ্চম স্থানে আছে, আবার ১৪তম স্থানেও আছে।

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম *প্রথম আলোকে* জানান, তাঁর প্রতিষ্ঠানের চারটি শাখা থেকে এক হাজার ৭৭৫ জন পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৭৫৭ জন। পঞ্চম স্থানটি করা হয়েছে কেবল বেইলি রোড শাখার ফলাফলের ভিত্তিতে। এটা সঠিক হতে পারে না। একই ধরনের অভিযোগ করেন আইডিয়ালের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, বৃত্তি দেওয়ার সুবিধার্থে উপজেলাভিত্তিক ফল তৈরি করা হয়েছে। ফলে শাখাগুলো আলাদা থানায় অবস্থিত হওয়ায় আলাদাভাবে তালিকা করা হয়েছে।